গণঅধিকার পরিষদ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মেঘনা আলম, ঢাকা-৮ এর একমাত্র বিকল্প, আপোষহীন ও শক্তিশালী নেতৃত্ব:

মেঘনা আলম ঢাকা-৮ আসনকে বাংলাদেশের সবচেয়ে নিরাপদ ও নারীবান্ধব এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার বাস্তবসম্মত ও সময়বদ্ধ অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। ট্রাক মার্কায় ভোট দিয়ে ঢাকা ৮ এর ইতিহাসের প্রথম নারী এমপি হিসেবে নির্বাচিত হলে, তিনি যা বাস্তবায়ন করবেন:

ন্যায় ও ইনসাফের সমাজ প্রতিষ্ঠা:

- ☑ অপরাধ, মাদক, চাঁদাবাজি, ট্রাফিক জট দূরীকরণ।
- ☑ বিনামূল্যে সবার জন্য মাসিক আইনি সহায়তা।
- ☑ মিথ্যা মামলা ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা প্রতিরোধ।
- ☑ সমন্বিত আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা এবং আধুনিক সিসিটিভি দিয়ে স্ট্রীট হ্যারাসমেন্ট রোধ।
- ☑ নারী ও শিশু নির্যাতনের ক্ষেত্রে দৃঢ় অবস্থান এবং বিচারে ব্যর্থ হলে ব্যক্তিগতভাবে পাশে থাকা।

নারী ও যুব শক্তি:

- ☑ নারীদের কর্মক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত অংশগ্রহণের জন্য রাষ্ট্রীয় ডে কেয়ার সুবিধা।
- ☑ দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা, রাজনৈতিক শিক্ষা, মানসিক ও নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ।
- ☑ শিক্ষা ব্যবস্থা ও শ্রমবাজারের মধ্যে ব্যবধান দূর।
- ☑ যুবক ও নারীদের জন্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।
- ☑ সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য বিনামূল্যে ইংরেজি প্রশিক্ষণ।

স্বাস্থ্য ও জীবনমান:

- ☑ বিনামূল্য মাসিক ডেন্টাল ক্যাম্প।
- ☑ সরকারি হাসপাতালে ওষুধ, সরঞ্জাম, পরিচ্ছন্নতা, বেড ও ডাক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ব্যয় নিয়ন্ত্রণ।
- ☑ ভেজালমুক্ত ও সুলভ পুষ্টিকর খাদ্য।
- ☑ হাঁটা, শিশু খেলা ও সাইকেল ব্যবহারযোগ্য জনবান্ধব অবকাঠামো।
- ☑ মশার প্রকোপ দূরীকরণ।

পরিবেশ উন্নয়ন:

- ☑ পরিষ্কার, সুশৃঙ্খল পাবলিক ওয়াশরুম, সাশ্রয়ী কমিউনিটি লন্ড্রি।
- ☑ মা ও বাচ্চার সুবিধার্থে ব্রেস্টফিডিং জোন, বেবি ডায়াপার চেঞ্জ ব্যবস্থা।
- ☑ সৌন্দর্য বর্ধন ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে ফলের গাছ লাগানো।
- ☑ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মোকাবেলায় জলাবদ্ধতা ও দূষণ কমানো।
- ☑ স্বচ্ছ পানি, মুক্ত বাতাস, পরিষ্কার সড়ক ও জনপদ।

জবাবদিহি:

- ☑ প্রতিটি ওয়ার্ডে উন্মুক্ত অভিযোগ ও পরামর্শ বাক্স।
- ☑ প্রতি তিন মাসে টাউন হল মিটিংয়ে সরাসরি জনগণের সঙ্গে আলোচনা।

ট্রাক

দলমত নির্বিশেষে, মানুষ ও তার সক্ষমতা দেখে ভোট দিন। উন্নয়ন করতে দলীয় নেতা প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন একজন মানুষ, যিনি আপনার সমস্যাগুলো বাস্তবভাবে তুলে ধরতে পারেন।

ট্রাক মার্কায় ভোট দিয়ে ঢাকা-৮ এর ইতিহাসের প্রথম নারী এমপি হিসেবে মেঘনা আলমকে নির্বাচিত করুন।
বিদেশের মতো উন্নত, নিরাপদ ও নারীবান্ধব ঢাকা-৮, আপনার স্বপ্নের জীবন, এখনই সম্ভব।

গণঅধিকার পরিষদ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মেঘনা আলম: আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত আপোষহীন নেত্রী, গণঅধিকার পরিষদের মনোনীত ঢাকা-৮ সংসদ সদস্য প্রার্থী

পারিবারিক মেঘনা আলম:

মেঘনা আলম জন্মেছেন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। তাঁর পিতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন পরিবেশকর্মী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। মাতা একজন সম্মানিত গৃহিণী। চার বোনের মধ্যে মেঘনা আলম সবার বড়। সবাই ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন। মেঘনা আলম ইংলিশ ভার্সনে পড়াশোনা করেছেন এবং পরবর্তীতে লাতিন আমেরিকা ও ফিলিপাইন থেকে শিক্ষা নিয়ে পেশাদার রাজনৈতিক প্রশিক্ষক ও লিডারশিপ ট্রেইনার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। দুই বোন যথাক্রমে একজন ডেন্টাল সার্জন ও একজন লিগ্যাল অ্যাডভাইজর।

সফল ও মানবিক মেঘনা আলম:

মেঘনা আলম মিস বাংলাদেশ ২০২০ হিসেবে বিশ্বের শীর্ষ চার সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার মধ্যে অন্যতম মিস আর্থ-এ বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। বর্তমানে তিনি মিস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান এবং ১০টি আন্তর্জাতিক সংস্থার ন্যাশনাল ডিরেক্টর, যেখানে তিনি জনমুখী কূটনীতি ও সামাজিক নেতৃত্ব পরিচালনা করছেন।

২০১৪ সালে তিনটি দেশে আন্তর্জাতিক ক্লাইমেট ক্যারাভান আয়োজন করেন, যা বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সচেতনতা জোরদার করে। ২০২৪ সাল থেকে তিনি সুশিক্ষিত ও সমাজকর্মী নারীদের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অ্যাম্বাসেডর হিসেবে পাঠাচ্ছেন।

মানবিক নেতৃত্বের প্রকাশ:

- ☑ রানা পাজা ট্র্যাজেডি ও রাজনৈতিক সহিংসতার শিকারদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা।
- ☑ আহতদের জীবন-মরণ পর্যায়ে জরুরি চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রদান।
- ☑ মুমূর্ষ রোগীর জন্য রক্তদাতা যোগান।
- ☑ অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সহায়তা প্রদান।

রাজনৈতিক মেঘনা আলম:

শৈশবকাল থেকেই তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পলিসি ফোরামে যুক্ত ছিলেন এবং ইন্টারপ্রেটার হিসেবে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি হিসেবে শ্রমিক ও কৃষক অধিকার নিয়ে আলোচনা ও কর্মসূচি আয়োজনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে বাংলাদেশের মর্যাদা নিশ্চিত করতে বিদেশি আধিপত্য ও কভার্ট রেসিজমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে আওয়াজ তুলেছেন। ছোটবেলা থেকেই র‍্যালি ও গণপ্রতিবাদে সক্রিয় অংশগ্রহণ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অংশ। আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনীতিতে অভিষেক ঘটে গণঅধিকার পরিষদ এর মাধ্যমে।

বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় জনগণের আস্থাহীনতায় বহু মানুষ আজ রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, কারণ তারা মনে করেন, তাদের কথা কেউ শোনে না। বিশেষ করে তরুণ, নারী, শ্রমজীবী মানুষ ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে এই হতাশা গভীর। এই জনগণের আস্থাহীনতা পরিবর্তন করতে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন।

অপরাজেয় মেঘনা আলম:

২০২৫ সালে কিছু মহল নিবর্তনমূলক বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগ করে তাঁকে ডিটেনশনে আটক রাখে এবং ভুয়া তথ্য ছড়ায়। আইন উপদেষ্টা উলেখ করেন আটক প্রক্রিয়া সঠিক ছিল না। দেশি ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো এটিকে নিন্দা জানায়। আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ ও চাপের পর ডিটেনশন বাতিল হয়। মিথ্যা মামলা ও চাপের মধ্যেও মেঘনা কখনো আপস করেননি; সবসময় সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠে দাঁড়িয়েছেন।

এমপি হিসেবে মেঘনা আলম:

ঢাকা-৮ যে বিকল্পের অপেক্ষা করছিল, সেই বিকল্পই মেঘনা আলম। তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, নারীর অধিকার, যুব ও শ্রমিক কল্যাণসহ সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের জন্য কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

চলুন, দায়িত্বশীলভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে "ট্রাক" মার্কায় মেঘনা আলমকে ভোট দিই এবং ঢাকা-৮ আসনের প্রথম নারী এমপি করে আন্তর্জাতিক মানের, আপোষহীন নেত্রীকে সংসদে পাঠাই।

মুদ্রণে: নিউ ব্রেইন স্টর্মিং মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন। ৮১/১এ ফকিরাপুল জিনেট টাওয়ার মতিঝিল ঢাকা -১০০০
তারিখ: ২/২/২০২৬ । সংখ্যা: ৫০০০ পিছ